বর্ষ ১ সংখ্যা ৯। ৫ ডিসেম্বর ২০০৯। দশ টাকা

দেশকাল ভাবনা

ভূপাল : ২৫ বছর পর

- বাংলাদেশে গণহত্যার ইতিহাস
- শেয়ার বাজারে ডলার ঢুকছে কেন

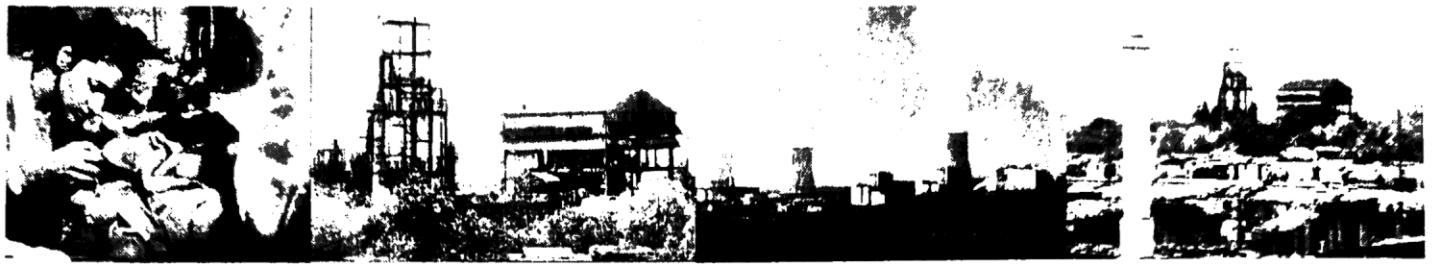

সম্পাদকীয়

দুবাই ওয়ার্ল্ড-এর বিপর্যয় ৪

ভূপাল-২৫ বছর পর

ফের একটা ভূপাল চাই কি? □ অভী দত্ত মজুমদার ৫

ভূপাল ও তারপর □ পুণ্যব্রত গুণ ৭

'মেরি বাবা'র কাহিনি □ শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ৯

ভূপাল... চেরনোবিল... মায়াক □ প্রদীপ দত্ত ১১

একটি প্রদর্শনী ও কিছু প্রশ্ন □ রঞ্জন সেন ১৪

ভূপাল, কালো রাত্রি ও তথ্যচিত্রের ভূমিকা □ সৌমিত্র দস্তিদার ১৭

বিশেষ নিবন্ধ

UAPA—কী ও কেন □ রতন গায়েন ২০

অর্থনীতি

এত ডলার কেন ঢুকছে শেয়ার বাজারে? □ রতন খাসনবিশ ২৪

পড়শি দেশের কথা

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা ও তারপর □ নবারুণ রায় ২৬

মুক্তিযুদ্ধ : পাক সেনাকর্তাদের চোখে □ সুচরিতা সেন ২৯

রাজনীতি

মাওবাদী রাজনীতির সাদা কালো □ গুণধর হেমব্রম ৩২

বিজ্ঞান

মন্ট্রিল থেকে কোপেনহেগেন : বায়ু বাণিজ্যের রাজনৈতিক ... □ দীপঙ্কর দে ৩৪

সংস্কৃতি

'যুদ্ধ পরিস্থিতি' নয়, যুদ্ধপরিস্থিতি বটেও □ শুভদীপ মৈত্র ৩৭

মতামত

সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে একসাথে পথ হেঁটেছিলাম? ৩৮

স্মরণ

বাসব দাশগুপ্ত □ রতন খাসনবিশ ৩৯

ফিরে দেখা

ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী □ বাসব দাশগুপ্ত ৪১

দেশকাল ভাবনা

বর্ষ ১, সংখ্যা ৮। ৫ ডিসেম্বর ২০০৯। দশ টাকা

সম্পাদক : রতন খাসনবিশ

R.N.I. Registration No. WBBEN/2009/29205

দেশকাল মিডিয়া প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে নবারুণ রায় কর্তৃক ৩৩৩বি, দমদম পার্ক কলকাতা ৭০০০৫৫ থেকে প্রকাশিত এবং ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, ১৪৩ ওল্ড যশোহর রোড, গঙ্গানগর, কলকাতা ৭০০১৩২ থেকে মুদ্রিত।

e-mail : deshkalmedia@gmail.com

প্রচ্ছদ : উদ্দালক ভট্টাচার্য

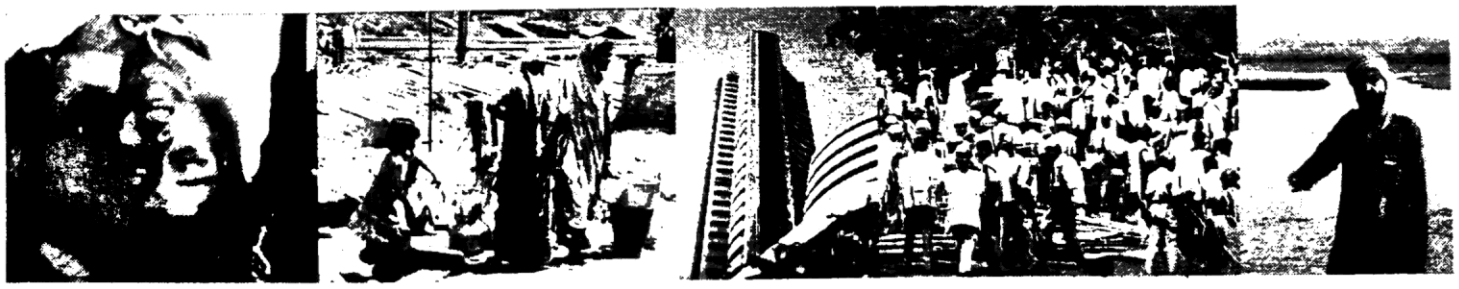

ভূপাল ও তারপর

দূষণ সৃষ্টিকারী কল-কারখানা স্থাপন ও চালানোর বিরোধিতা, নয়চরে কেমিক্যাল হাব এর বিরোধিতা, হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতার মধ্য দিয়েই আমরা গ্যাসকান্ডে নিহতদের স্মরণ করতে পারি। জানালেন **পুণ্যব্রত গুণ**।

২-৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪ ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে বিষ গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। আমার প্রথম ভূপাল যাওয়া তার সাত মাস বাদে ১৯৮৫-র ২রা জুলাই। সে বছরই ৩রা জুন কারখানার প্রাঙ্গণে গ্যাসপীড়িতরা এক গণ হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সেখানেই 'জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র' নামে চিকিৎসাকেন্দ্র খুলে গ্যাসপীড়িতদের বিষ গ্যাসের প্রতিষেধক সোডিয়াম থায়োসালফেট ইঞ্জেকশন দেওয়া শুরু করা হয়। জন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করতেন দিল্লী, বম্বের কিছু প্রগতিশীল ডাক্তার এবং মূলত পশ্চিমবঙ্গের জুনিয়র ডাক্তারদের এক বড় বাহিনী (পালাক্রমে)। জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনার জন্য তৈরি করা হয় জনস্বাস্থ্য সমিতি— জহরিলী গ্যাস কান্ড সংঘর্ষ মোর্চা (ZGKSM), নাগরিক রাহত আউর পুনর্বাস কমিটি (NRPC), ট্রেড ইউনিয়ন রিলিফ ফান্ড (TURF), এবং ইউনিয়ন কার্বাইড কর্মচারী সংঘ (UCKS)— এই চার সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে। জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ঘিরে গ্যাসপীড়িতরা সংগঠিত হতে থাকেন। ২৪ জুন রাতে পুলিশ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়, গ্রেপ্তার হন ডাক্তার সহ ৩১ জন কর্মী। আমার প্রথম বার ভূপাল যাওয়া— পুলিশী আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা গ্যাসপীড়িত ও গণ স্বাস্থ্য কর্মীদের সহমর্মিতা জানাতে।

দ্বিতীয়বার ভূপাল যাওয়া ১৯৮৫-র ২১ আগস্ট, এবার জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার হিসাবে ১৫ই নভেম্বর অবধি। আমার সঙ্গী ছিলেন পালাক্রমে বাংলার জুনিয়র ডাক্তাররা আর যেতিকো ফ্রেন্ড সার্কেলের ক'জন ডাক্তার। আমরা গ্যাসপীড়িতদের উপসর্গ-লক্ষণ নথিভুক্ত করতাম, তাঁদের প্রতিষেধক লাগাতাম, উপসর্গ লক্ষণে পরিবর্তন নথিভুক্ত করতাম। থায়োসালফেটে উপসর্গ-লক্ষণে উন্নতি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করত যে, ইউনিয়ন কার্বাইডের বিষ গ্যাসে সায়ানাইডের উপস্থিতি ছিল। আমি ফেরার পর পর্যায়ক্রমে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মুখ্য চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করেন শহীদ হাসপাতালের দুজন ডাক্তার। ১৯৮৬-র প্রথমে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে জনস্বাস্থ্য সমিতি ভেঙ্গে গেছে— সংসদীয় বামদল সি.পি.আই-এর প্রভাবধীন NRPC ZGKSM-এর বিরোধিতায় নেমেছে, UCKS নিষ্ক্রিয় আর TURF-এর উপস্থিতি প্রথম থেকেই ছিল অনেকটা উপদেষ্টার। জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র খুব স্বল্পায়ু হলেও তা ছিল সু-চিকিৎসার দাবি, গ্যাস সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য প্রকাশের দাবিতে গ্যাস পীড়িতদের লড়াই এর প্রতীক।

তৃতীয় বার ভূপাল যাই ১৯৮৯-এর ১৫ই অক্টোবর, এবার জনা ১৫ ডাক্তার ও জনা ২০ অ-ডাক্তার স্বেচ্ছাসেবীর এক সমীক্ষকদলের সদস্য হিসেবে। ১৬-২২ গ্যাসপীড়িতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নথিভুক্ত করা হয় যে গ্যাসকান্ডের ৫ বছর পর তাঁরা কেমন আছেন? মাঝের চার বছরে গ্যাসপীড়িতদের আন্দোলন অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়েছে। গ্যাসপীড়িতদের আন্দোলনের একদা প্রতীক ZGKSM তার গণ চরিত্র হারিয়েছে, এস. ইউ. সি. আই. এর কুক্ষিগত হয়েছে, অবশেষে ভারত সরকারের সঙ্গে ইউনিয়ন কার্বাইডের সমঝোতাকে সমর্থন করে গ্যাস পীড়িতদের বিশ্বাস হারিয়েছে। '৮৯ সালে গ্যাসপীড়িতদের অগ্রণী সংগঠন ছিল 'গ্যাসপীড়িত মহিলা উদ্যোগ সংগঠন'।

১৯৮৯ এর পর আরও ২০ বছর কেটে গেছে। গ্যাসপীড়িতদের কাজের সঙ্গে আবার যোগাযোগ-সম্ভাবনা ট্রাস্ট-এর পাঠনো ২ মহিলা কর্মীকে স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে।

২৫ বছর পর কেমন আছেন গ্যাসপীড়িতরা

* এই ২৫ বছরে ২৫,০০০ এর বেশি মানুষ গ্যাসের আশু ও দীর্ঘস্থায় প্রভাবে প্রাণ হারিয়েছে। যে ৫০ লক্ষ মানুষ গ্যাস-আক্রান্ত, তাঁদের প্রত্যেকে হারিয়েছেন হয় তাঁর কোন আত্মীয় বা কোন বন্ধু বা কোন প্রতিবেশীকে। এঁদের মধ্যে ১০ লাখ কোন না কোন দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক বা

ইউনিয়ন কারবাইডের আধিকারিকদের ভারতের আদালতে হাজির করানোর জন্য যে কূটনৈতিক উদ্যোগ দরকার তা দেখা যায়নি। ইউনিয়ন কারবাইডের উত্তরসূরি ডাও কেমিকাল স্বীকার করেছে যে ভারতে কীটনাশক পঞ্জীকৃত করার জন্য তারা ভারতের আধিকারিকদের হাজার হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছে। সে ব্যাপারেও সরকার নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

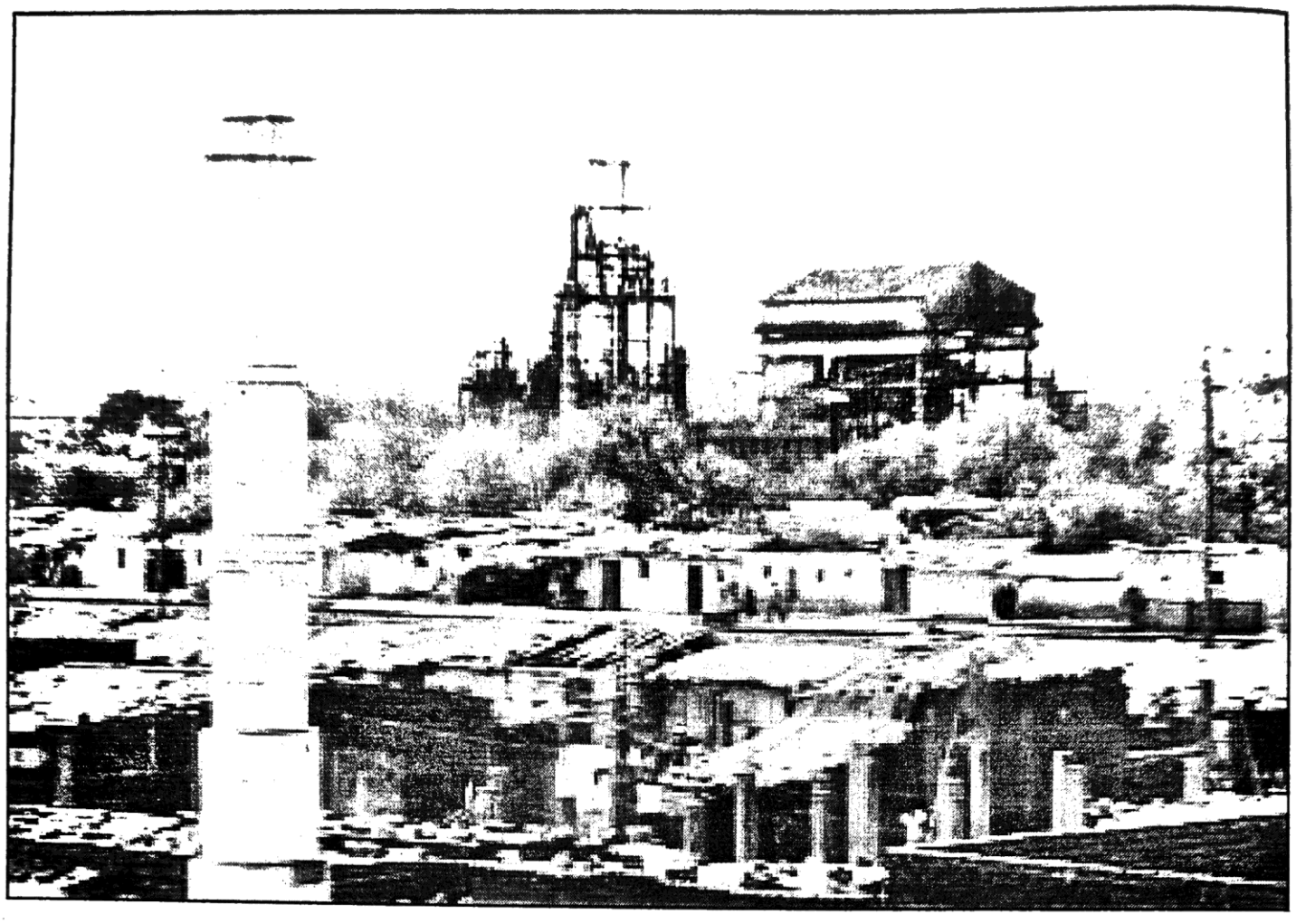

মানসিক রোগের শিকার। গ্যাস কান্ডের পর জন্মানো গ্যাসপীড়িত বাবা-মার কয়েক লক্ষ শিশু বৃদ্ধির সমস্যায় ভুগছে, কয়েক হাজার তো স্পষ্টতই বিকলাঙ্গ।

দোষীরা এই ২৫ বছরে শাস্তি পেয়েছে কি?

* যে কোম্পানি ও তার আধিকারিকরা গণহত্যা সহ নানা ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত তারা এখনও ভারতের আদালতে সাজা পায়নি। মামলায় প্রধান অপরাধী ইউনিয়ন কার্বাইডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ওয়ারেন অ্যান্ডারসনকে ভারতে পাঠানোর আর্জি মার্কিন আদালতে নাকচ হয়ে গিয়েছে। অথচ অভিযুক্ত কোম্পানি তার নতুন অবতার ডাও কেমিক্যাল কোম্পানির নামে ভারতে দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকার আর রাজনৈতিক দলগুলোর কি ভূমিকা?

* ঘটনার সময় কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেসী সরকার ছিল। তারপর অনেকবার পালা বদল হয়েছে, কিন্তু কোন দলে বা দল সমূহের সরকারই দোষীদের সাজা দিতে প্রয়াসী হয় নি। ইউনিয়ন কার্বাইডের আধিকারিকদের ভারতীয় আদালতে হাজির করার জন্য যে কূটনৈতিক উদ্যোগ দরকার তা দেখা যায় নি। অথচ সরকার ইউনিয়ন কার্বাইডকে সহায়তা করে বলেছে তার প্রযুক্তি ও পরিষেবা ভারতে বিক্রি করতে। ডাও কেমিকাল স্বীকার করেছে যে ভারতে কীটনাশক পঞ্জীকৃত করার জন্য তারা ভারতের আধিকারিকদের হাজার হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছে। সে ব্যাপারেও সরকার নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

* লাখ লাখ মানুষ যাঁরা বিষ গ্যাসের কারণে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন, তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের প্রশ্নে সব সরকার বা সংসদীয় দলই উদাসীন থেকেছে।

কি অবস্থা আজ ভূপালের পরিবেশের?

* ২০ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকার মাটি ও মাটির নীচের জল আজও বিষ রাসায়নিকে বিষাক্ত, যে বিষ লাগাতার ক্যান্সার ও জন্মগত বিকলাঙ্গতা ঘটিয়ে চলেছে। ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার ৮৭ একর জমির ২০টারও বেশি জায়গায় ১০,০০০ টনেরও বেশি বিষাক্ত বর্জ্য মাটির নীচে পোঁতা রয়েছে। এ সবের প্রভাবে আজ এলাকার মায়েদের বুকের দুধেও বিষ রাসায়নিকের উপস্থিতি।

এই ২৫ বছরে জন্ম নিয়েছে আরও অনেক ভূপাল।

* ভূপালে দোষী কার্বাইডের নরহত্যা করেও পার পেয়ে যাওয়া বিশেষকরে ছোট-বড় মারণ ব্যবসায়ীদের বেপরোয়া করে তুলেছে। বিষাক্ত উৎপাদন ও বিষাক্ত বর্জ্যে আক্রান্ত হয়ে চলেছে বিশ্বের, বিশেষত গরীব দেশগুলোর জনবসতি, মানুষজন, অনাগত শিশুরা।

আজ ভূপালকে স্মরণ করতে হলে

নিজের দেশে, নিজের রাজ্যে, নিজের জেলায়, নিজের শহর বা গ্রামে মারণ বিষ ব্যবসায়ীদের প্রতিহত করতে হবে, ভূমি-জীবন-জীবিকা রক্ষার আন্দোলনে রত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে সেই স্মরণের রূপ হবে বাঁকুড়া-পশ্চিম মেদিনীপুর-পুরুলিয়ার দূষণ সৃষ্টিকারী স্পঞ্জ আয়রন কারখানার বিরোধিতা, নয়াচরে কেমিকাল হাবের বিরোধিতা, হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতা...